গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫ বছরের কর্মকান্ড

(২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

জুলাই ২০০৬

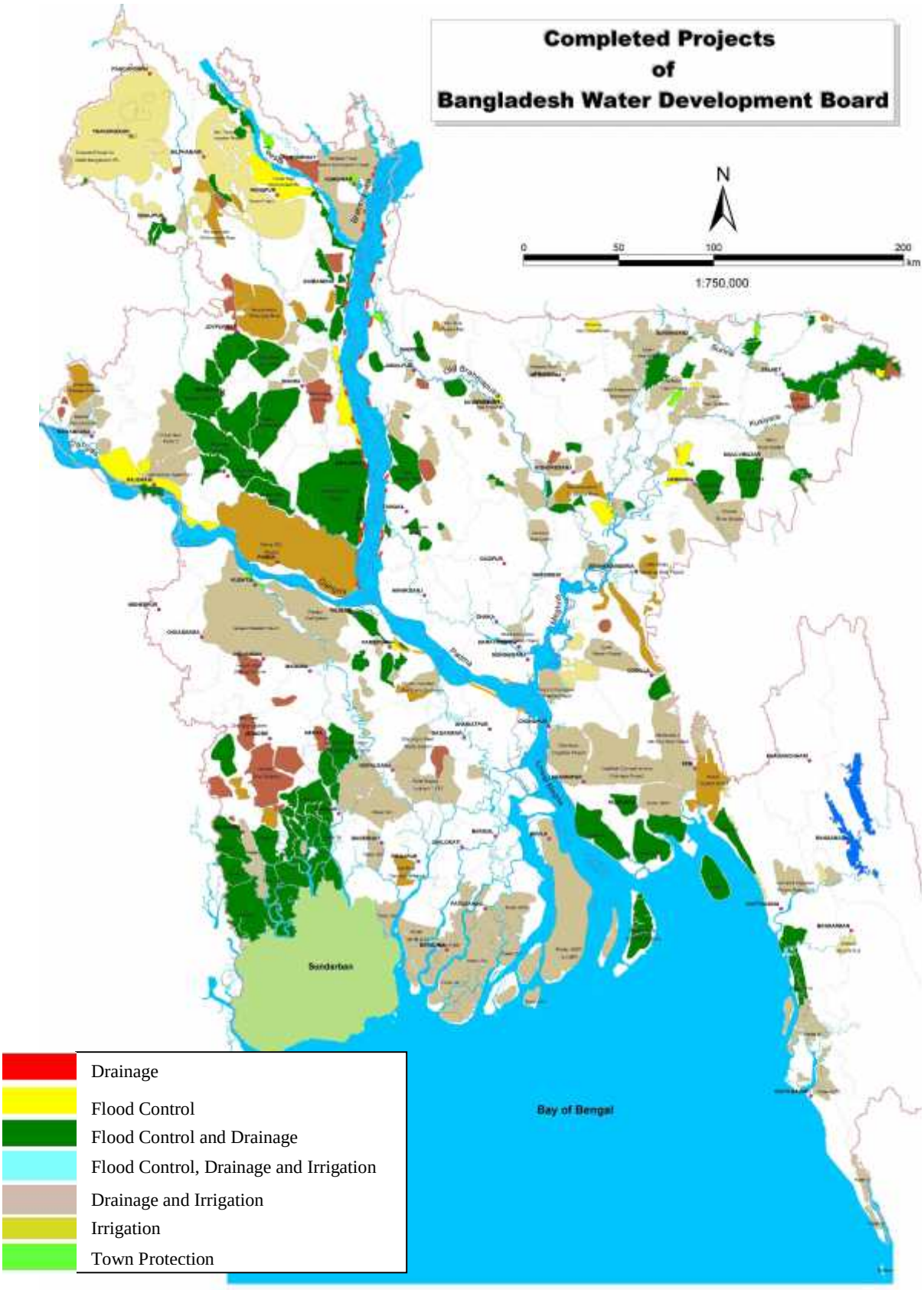
Completed Projects
of
Bangladesh Water Development Board
N
0
50
100
200
km
1:750,000
Sundarban
Bay of Bengal
Drainage
Flood Control
Flood Control and Drainage
Flood Control, Drainage and Irrigation
Drainage and Irrigation
Irrigation
Town Protection

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫ বছরের কর্মকান্ড

(২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬)

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	১
১.১	খাদ্য উৎপাদন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা	১
১.১.১	সেচ (FCDI) এবং FCD প্রকল্পে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন	১
১.১.২	জাতীয় উৎপাদনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবদান	২
১.১.৩	নদী ভাঙ্গন রোধ ও তীর সংরক্ষণ কাজ	২
১.১.৪	ভৌত নির্মাণ কাজ ও প্রাপ্ত সুবিধাদি	৩
২	২০০১-২০০২ হইতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য	৩
২.১	প্রকল্প বাস্তবায়ন	৩
২.২	প্রকল্প অনুমোদন	৪
৩.১	২০০৫-২০০৬ এডিপি বরাদ্দ	৫
৩.২	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের ৫ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ	৫
৪	রাজস্ব খাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ	৫
৫	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	৬
৬	অ-অবকাঠামোগত কার্যক্রম	৭
৬.১	বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রম	৭
৬.২	দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ	৭
৬.৩	বৃক্ষরোপণ	৭
৭	পাঁচ বছরে সমাপ্ত ও বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প	৮
৮	সেচ প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের অধীনে সেচ সার্ভিস চার্জ প্রবর্তন	৯
৯	উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা	৯
১০	হাওর এলাকা	৯
১১	সেচ এলাকা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	১০
১২	জনগণের অংশ গ্রহণ (People's Participation)	১১
১৩	কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা	১১
১৪	জনসম্পদ উন্নয়ন	১১
১৫	বিরাজমান সমস্যা/সংকট	১২
১৬	বর্তমান গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প/বিষয়াদি	১৩
১৭	২০০৬-২০০৭ সালের কর্মপরিকল্পনা	১৪
১৮	উপসংহার	১৪

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের
৫ বছরের কর্মকান্ড
(২০০১-২০০২ থেকে ২০০৫-২০০৬)

১ ভূমিকা

১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালের উপর্যুপরি ভয়াবহ বন্যায় জানমাল এবং অবকাঠামো ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরই প্রেক্ষিতে আমেরিকার সেক্রেটারী অব ইনটেরিয়র জনাব জে, এ, ক্রগের নেতৃত্বে গঠিত ক্রুগ মিশনের সুপারিশক্রমে বাংলাদেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন, আহরণ, ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৫৯ সনের অর্ডিন্যান্স নং-১ এ পূর্ব-পাকিস্তান পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ইপিওয়াপদা) সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং- ৫৯ এ তদানীন্তন ইপিওয়াপদা দ্বি-খন্ডিত হয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এবং বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) নামে দুটি স্বতন্ত্র সংস্থার সৃষ্টি হয়।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে দেশের পানি সম্পদের উন্নয়ন ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৯৭২ সনের প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং-৫৯ এর বিধানাবলী রহিত করে ১১ই জুলাই ২০০০ এ "বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০০০" জারী করা হয়। সমন্বিত ও জনগনের অংশগ্রহনের মাধ্যমে পানি সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ৩১ মার্চ ২০০৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নীতি অনুমোদন করেন। অনুমোদিত জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুসরনপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড Micro-planning সহ প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

পানি উন্নয়ন বোর্ড এ যাবৎ ১৬০টি এফসিডিআই প্রকল্প, ৯৩টি সেচ প্রকল্প, ৫৩টি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প, ১২২টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প, ১২৪টি উপকূলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প এবং ৩৬টি নিষ্কাশন প্রকল্প এবং ৯৬টি অন্যান্য ষ্টাডি ও পুনর্বাসন প্রকল্পসহ মোট ৬৮৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে ১৭৫টি প্রকল্পে সেচ প্রদান করা হচ্ছে।

১.১ খাদ্য উৎপাদন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূমিকা

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের মোট আবাদযোগ্য জমির (৮২.৪০ লাখ হেক্টর) প্রায় ৭১% ভাগ জমি ইহার বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের আওতায় এনেছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভূক্ত প্রকল্পসমুহের মাধ্যমে প্রায় ২৬৬ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য (ধান ও গম) উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত খাদ্যশস্য দেশের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদনের ৫৯% ।

১.১.১ সেচ (FCDI) এবং FCD প্রকল্পে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ যাবৎ নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাষণ ও সেচ প্রকল্পের (FCDI) আওতাভূক্ত এলাকা হচেছ ১৪.১৪ লাখ হেক্টর। ২০০৫-০৬ শস্য বছরে সমাপ্তকৃত ১৭৫টি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭.৬৭ হেক্টর জমিতে (সেচকৃত শস্য এলাকা ১০.৭১) সেচ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পসমুহে মোট ৬৭ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়। এ উৎপাদন প্রকল্পপূর্ব অবস্থার তুলনায় বোর্ডের প্রকল্পের সুবাদে অতিরিক্ত প্রায় ৪৭ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। অতিরিক্ত উৎপাদিত ফসলের বর্তমান বাজার দরে মূল্য ৪৬৮০ কোটি টাকা।

সেচ (FCDI) প্রকল্পসমুহে ২০০৫-০৬ বছরে সেচ ও খাদ্য উৎপাদন

উপকৃত এলাকা (লাখ হেক্টরে)	সেচযোগ্য এলাকা (লাখ হেক্টরে)	সেচকৃত নীট এলাকা (লাখ হেক্টরে)	সেচকৃত শস্য এলাকা (লাখ হেক্টরে)	প্রকল্প- পরবর্তী উৎপাদন (লাখ টন)	প্রকল্প- পূর্ব উৎপাদন (লাখ টন)	অতিরিক্ত শস্য উৎপাদন (লাখ টন)
১৪.১৪	৯.৬০	৭.৬৭	১০.৭১	৬৭.৪৩	২০.৬৬	৪৬.৭৭

অধিকন্ত ৪৪.৭৭ লাখ হেক্টর জমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতি বছর আরও ১৯৮ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হচ্ছে। এই ভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড উহার সেচ (FCDI) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (FCD) প্রকল্পের মাধ্যমে বছরে প্রায় ২৬৬ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনে সুবিধা প্রদান করে থাকে। ফলে অতিরিক্ত প্রায় ৯০ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদনে অবদান রাখছে, বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী যার মূল্য ৯১৮০ কোটি টাকা।

সেচ (FCDI) এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন (FCD) প্রকল্পসমুহে ২০০৫-০৬ বছরে খাদ্য উৎপাদন

প্রকল্প	উপকৃত এলাকা (লাখ হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লাখ টন)	অতিরিক্ত উৎপাদন (লাখ টন)	অতিরিক্ত উৎপাদিত খাদ্য শস্যের মূল্য (কোটি টাকা)
FCDI প্রকল্প	১৪.১৪	৬৭.৪৩	৪৬.৭৭	৪৬৮০
FCD প্রকল্প	৪৪.৭৭	১৯৮.৪২	৪৫.০০	৪৫০০
মোট :	**৫৮.৯১**	**২৬৫.৮৫**	**৯১.৭৭**	**৯১৮০**

বি: দ্র: ধানের মূল্য : ১০,০০০ টাকা/টন, গমের মূল্য : ১৪,০০০ টাকা/টন

১.১.২ জাতীয় উৎপাদনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবদান

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সূত্র মোতাবেক দেশে গত ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে মোট ৪৫১.৬৯ লাখ টন খাদ্য শস্য (ধান ও গম) উৎপাদিত হয়েছে (গম ও চালের হিসাবে মোট উৎপাদন ৩০৫.১৮ লাখ টন)। উক্ত বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাভূক্ত প্রকল্পসমূহে ৫৯ লাখ হেক্টর জমিতে মোট প্রায় ২৬৬ লাখ টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে, যা জাতীয় উৎপাদনের ৫৯%। বোর্ডের কার্যক্রমের কারণে অতিরিক্ত উৎপাদন প্রায় ৯২ লাখ মেট্রিক টন। বোর্ডের এই অতিরিক্ত উৎপাদন দেশের মোট উৎপাদনের প্রায় ২০% যার মূল্য প্রায় ৯১৮০ কোটি টাকা।

বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্পসমুহের (FCD & FCDI) মাধ্যমে অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদনের বিবরণী

বছর	অতিরিক্ত উৎপাদন (লক্ষ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০১-২০০২	৬৫	৫২০২
২০০২-২০০৩	৭৪	৬২০৪
২০০৩-২০০৪	৬৭	৫৬৩১
২০০৪-২০০৫	৭৮	৭২৭০
২০০৫-২০০৬	৯২	৯১৮০

১.১.৩ নদী ভাঙ্গন রোধ ও তীর সংরক্ষণ কাজ

বাংলাদেশের নদী ভাংগন এবং বন্যা একটি জাতীয় সমস্যা। এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, জনবহুল ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশটির প্রায় ৮৭০০ হেক্টর জমি প্রতিবছরই নদী ভাংগনে বিলীন হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সরকারের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে নদী ভাংগন রোধ এবং বন্যার হাত থেকে জনগণের জান/মাল/সম্পদ রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এ কাজে প্রায় ৩,৭৮৪ কোটি টাকা খরচ করে ৪০,০০০ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করেছে। ২০০১-২০০২ হতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা খরচ করে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকার সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে।

বোর্ডের অধীনে নদী ভাংগনরোধ ও তীর সংরক্ষণ কাজ, প্রকৃত ব্যয় ও প্রতিরক্ষিত সম্পদের মূল্য

শহর রক্ষা	প্রতিরক্ষা কাজের ধরন		ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রতিরক্ষাকৃত সম্পদের মূল্য (কোটি টাকা)
	গ্রোয়েন/স্পার (সংখ্যা)	রিভেটমেন্ট (কিমি)		
২০টি শহর	**২২০**	**৪৬৮**	**৩,৭৮৪**	**৪০,০০০**

১.১.৪ ভৌত নির্মাণ কাজ ও প্রাপ্ত সুবিধাদি

২০০১-২০০২ অর্থ বছর থেকে ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সারাদেশব্যাপী বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন করেছে।

অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	সম্পূর্ন নির্মিত
১.	মেজর হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার	২৩১ টি
২.	মাইনর হাইড্রোলিক ষ্ট্রাকচার	৮১৭ টি
৩.	ব্রীজ ও কালভার্ট	২২৫ টি
৪.	পাম্প হাউজ	২ টি
৫.	ক্লোজার	৪৬ টি
৬.	বাঁধ (নুতন)	৪৭৭ কিমি
৭.	বাঁধ মেরামত ও পুনরাকৃতিকরন	৫৩৬ কিমি
৮.	ড্রেনেজ চ্যানেল (নুতন)	৪৯ কিমি
৯.	ড্রেনেজ চ্যানেল (পুনঃখনন)	৮৩৩ কিমি
১০.	সেচ খাল (নুতন)	১৬ কিমি
১১.	সেচ খাল (পুনঃখনন)	১৬৬ কিমি
১২.	রাস্তা নির্মাণ	১৩০ কিমি
১৩.	প্রতিরক্ষা কাজ	১৪৬ কিমি

২ ২০০১-২০০২ হইতে ২০০৫-২০০৬ সাল পর্যন্ত গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্য

২.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন

গত ৫ (পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের ৭৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমুহের মোট প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৮২৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে । তন্মধ্যে ২০০১-২০০২ সালে ১৭টি, ২০০২-২০০৩ সালে ১১টি, ২০০৩-২০০৪ সালে ১৪টি, ২০০৪-২০০৫ সালে ১২টি এবং ২০০৫-২০০৬ সালে ২০টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়। সমাপ্ত প্রকল্পগুলি বৈদেশিক সাহায্য ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সম্পন্ন করা হয়।

বিগত ৫ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পে অর্থায়নের প্রকৃতি

প্রকল্প অর্থায়নের প্রকৃতি	দাতা সংস্থা /দেশের নাম অনুযায়ী প্রকল্পের সংখ্যা											
	জিওবি	এডিবি	আইডিএ	সিডা	জাইকা	ডানিডা	সেন্ডদ	ডাচ	জার্মান	কুয়েত	ইসি	মোট
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্প	-	৪	৩	-	-	-	১	২	-	-	১	১১
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	-	৩	২	৩	১	১	-	২	১	১	-	১৪
বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প	৪৯	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৯
মোট												৭৪

২.২ প্রকল্প অনুমোদন

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০০১-২০০২ সাল হতে ২০০৫-২০০৬ (জুন ২০০৬) পর্যন্ত মোট ৯৩টি প্রকল্প বাংলাদেশ সরকার অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে ৫১টি নতুন প্রকল্প এবং ৪২টি সংশোধিত প্রকল্প। অনুমোদিত ৫১টি নতুন প্রকল্পে সার্বিক প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৭০০০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট এবং সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে অনুমোদিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য প্রকল্প নিম্নে দেখানো হল ঃ-

গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদিত প্রকল্প

বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)			বাস্তবায়নকাল		অর্থায়নের উৎস
		মোট	স্থানীয়	প্রকল্প সাহায্য	শুরু	সমাপ্তি	
১।	যমুনা মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প	৩৭৫.৫০	১২৮.৫৯	২৪৬.৯১	০২-০৩	০৮-০৯	এডিবি
২।	বন্যা জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প ২০০৪ (পার্ট - ডি)	২৮৩.২১	৮৫.৫৬	১৯৭.৬৪	০৪-০৫	০৬-০৭	এডিবি
৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	২৬০.২৫	৬৫.১৮	১৯৫.০৭	০৫-০৬	১২-১৩	এডিবি ও নেদারল্যান্ড
৪।	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্ট্রিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট, (ফেজ-২)	৪১২.৮০	৯৫.৮৮	৩১৬.৯২	০৫-০৬	১০-১১	এডিবি
৫।	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট, (ফেজ-৩)	১৩০.৬৭			০৫-০৬	০৮-০৯	নেদারল্যান্ড

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়নকাল		অর্থায়নের উৎস
			শুরু	সমাপ্তি	
১।	বগুড়া জেলার তিতপরল এবং দেবডাঙ্গায় বাঙ্গালী ও যমুনা নদী একীভূত হওয়া রোধ করণ প্রকল্প	১২৫.১৩	০৩-০৪	০৫-০৬	বাংলাদেশ সরকার
২।	রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার রাজবাড়ী হইতে বালিয়াঘাটা পর্যন্ত বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	১৭৭.৫৫	০৩-০৪	০৭-০৮	বাংলাদেশ সরকার
৩।	ফরিদপুর জেলার সদর ও চরভদ্রাসন উপজেলায় পদ্মা নদীর ভাংগন হইতে ফরিদপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রক্ষা প্রকল্প	১১৮.২৩	০৩-০৪	০৭-০৮	বাংলাদেশ সরকার
৪।	দক্ষিন কুমিলা উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২৯৮.৪৮	০৫-০৬	০৮-০৯	বাংলাদেশ সরকার
৫।	ফিজিবিলিটি ষ্টাডি এন্ড ডিটেইল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট	৪৫.৬৪	০৫-০৬	০৭-০৮	বাংলাদেশ সরকার

৩.১ ২০০৫-২০০৬ এডিপি বরাদ্দ

২০০৫-২০০৬ সালের এডিপি বরাদ্দঃ ২০০৫-২০০৬ সালের এডিপিতে ৭২টি প্রকল্প অর্ন্তভূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৬৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৮টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরে মোট এডিপি বরাদ্দ ৭৪৬.৭৩ কোটি টাকা যার মধ্যে স্থানীয় মুদ্রা ৫৮৭.২১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৫৯.৫২ কোটি টাকা। প্রকল্পসমুহের ধরণ নিম্নরূপ।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

- নিজস্ব অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প ৫২ টি
- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্প ১০ টি
- কারিগরী সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প ৫ টি

ওয়ারপো

- নিজস্ব অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ টি
- কারিগরী সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প ৩ টি

নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট

- নিজস্ব অর্থায়নে বিনিয়োগ প্রকল্প ১ টি

এক নজরে ২০০৫-২০০৬ সালের অগ্রগতি

প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
৭২টি	৭৪৬.৭৩	৯৮.৮৩%	৯৩.৩১%

৩.২ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের ৫ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ

(কোটি টাকা)

বছর	প্রকল্পের সংখ্যা	অর্থ বরাদ্দ			মোট জাতীয় বরাদ্দ	মোট জাতীয় বরাদ্দের %
		মোট	স্থানীয়	প্রকল্প সাহায্য		
২০০১-২০০২	১০২	৮০৭.৭৮	৫৩৬.৯৮	২৭০.৮০	১৬,০০০.০০	৫.০৫
২০০২-২০০৩	৭৪	৭২৯.৯৭	৫৮৪.৫৯	১৪৫.৩৮	১৭,১০০.০০	৪.২৭
২০০৩-২০০৪	৭১	৫৬৬.৬৭	৫৪৬.৬৯	১০৯.৯৮	১৯,০০০.০০	২.৯৮
২০০৪-২০০৫	৬৩	৭৩৮.৯৭	৬৪৪.১৮	৯৪.৭৯	২০,৫০০.০০	৩.৬০
২০০৫-২০০৬	৭২	৭৪৬.৭৩	৫৮৭.২১	১৫৯.৫২	২১,৫০০.০০	৩.৪৭

৪ রাজস্ব খাতে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ

বর্তমান সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে পর্যায়ক্রমে নিজস্ব অর্থায়নে রাজস্ব বাজেটভুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৩টি প্রকল্প ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্প ৩টি হলো নদী খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্প, ক্ষুদ্রায়তন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (৩য় পর্যায়) ও পোল্ডার ৬৫, ৬৪/২বি পুনর্বাসন প্রকল্প। ৩টি প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৮১৩.৬১ কোটি টাকা এবং জুন/২০০৬ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৫৪৪.৭২ কোটি টাকা।

২০০৬-০৭ সালে ১টি প্রকল্পের (নদী খাল পুনঃখনন গুচ্ছ প্রকল্প) বিপরীতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে।

৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জেলায় সফরকালে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের ভাংগনরোধ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থা উন্নতি করণে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। নিম্নে ছকে এ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রদান করা হল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্প (কোটি টাকা)

মোট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত		বাস্তবায়নাধীন			প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প সংখ্যা
	প্রকল্প সংখ্যা	ব্যয়	প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	জুন/০৬ পর্যন্ত ব্যয়	
৬৯টি	২৪টি	১৮৬.২৪	১৯টি	৬৫৩.৪৫	৯৮.৬৭	২৬টি

জুন ২০০৬ সাল পর্যন্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত উল্লেখ্যযোগ্য ১০টি সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অবস্থান	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিতকরণ (মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প)	বাঁশখালী, কক্সবাজার	২০১২.৮৮	১১/২/০২	০৪-০৫
২।	কেরাণীগঞ্জ উপজেলার হযরতপুরের ঢালিকান্দিতে ধলেশ্বরী নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	৭০৬.৯৫	৯/১১/০২	০৪-০৫
৩।	চকোরীয়া উপজেলায় উপকূলীয় বেড়ীবাঁধসমূহের বিভিন্ন পোল্ডারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্লুইসগেট নির্মাণ এবং স্লুইস গেটের মেরামতকরণ	চকরিয়া, কক্সবাজার	৯৬৬.২৬	১১/২/০২	০৫-০৬
৪।	ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্তী ইউনিয়নগুলোকে বন্যামুক্ত এবং নদী ভাংগন থেকে রক্ষা কল্পে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	ময়মনসিংহ	১৩৪৮.৫১	২৪/১/০২	০৫-০৬
৫।	কপোতাক্ষ নদ ড্রেজিং এর মাধ্যমে দ্রুত খনন কাজ সম্পন্নকরণ	যশোর	২৮৭৬.৫০	১২/১/০৪	০৫-০৬
৬।	তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	লালমনিরহাট	৪৩৩৩.৪১	১০/৩/০৪	০৫-০৬
৭।	মেঘনা-তেতুলিয়া নদী ভাংগন রোধের স্থায়ী টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণ	ভোলা	২১১৮.৯৮	১৬/৬/০২	০৫-০৬
৮।	পোল্ডার নং ৫৬/৫৭ এর বিকল্প বাঁধ ও ড্রেনেজ স্লুইস নির্মাণ	ভোলা	৩২৭১.০০	১৬/৬/০২	০৫-০৬
৯।	বাঞ্ছানগর বেড়ী বাঁধের উপর রেগুলেটর নির্মাণ	লক্ষীপুর	৩২২.৯৪	২৪/১১/০২	০৫-০৬
১০।	পুনিয়াটি হতে গৌরীপুর হোমনা রোড পর্যন্ত গোমতী নদীর ডান পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ (ডুবন্ত বাঁধ) পুনর্বাসনকরণ	কুমিল্লা	৪৮৭.৯২	০৯/০৬/০২	০৫-০৬

৬ অ-অবকাঠামোগত কার্যক্রম

৬.১ বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাত্ত আহরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ এবং খরার পূর্বাভাস প্রদান করে আসছে। বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র স্যাটেলাইট রিসিভার, জি, এম, এস, স্যাটেলাইট ইমেজ ও রাডার ইমেজ, টেলিপ্রিন্টার, অন-লাইন ইন্টারনেট সংযোগ প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতি ও প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশ অনুযায়ী প্রতি বছর এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বন্যা তথ্য কেন্দ্র সার্বক্ষণিকভাবে তথ্য সরবরাহ করে থাকে। উক্ত আদেশে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রকে দূর্যোগ বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে এবং এই দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীকে লিয়াজো অফিসার হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

এই কেন্দ্র থেকে দৈনিক বন্যা তথ্য বুলেটিন প্রকাশ করা হয় এবং সংবাদ সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন, পিআইডি, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এনজিও এর নিকট প্রেরণ করা হয়। এ সকল তথ্য www.ffwc.gov.bd ওয়েব পেজের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়। বর্তমানে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ''ত্বরিত সতর্কীকরণ ব্যবস্থা সমীক্ষা প্রকল্প'' এবং ডানিডার আর্থিক সহায়তায় ''বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তায় আধুনিক মডেলিং এ সহায়তা প্রকল্প'' দু'টি বাস্তবায়নাধীন আছে।

৬.২ দারিদ্র বিমোচন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ

বাংলাদেশ সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ ভাগ ভূমিতে বন সৃজন করার প্রয়াসে বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকারের এই লক্ষ্য পুরনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ব্যাপক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৬.৩ বৃক্ষরোপণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বন নীতি, ১৯৯৪ এর সঙ্গে সংগতি রেখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের মুল লক্ষ্য সমুহ নিম্নরূপঃ

- উপকূলীয় এলাকায় ঝড়-জলোৎচছাস হতে উপকূলীয় জনসাধারণকে রক্ষা করা।
- পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত জমি বনায়নপূর্বক সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও স্থাপনা সমুহের রক্ষণাবেক্ষণ।
- বৃক্ষরোপণ কর্মসুচিতে সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো।

এক নজরে বাপাউবোর্ড কর্তৃক বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ড

সন	বনজ	ফলজ	ঔষধী	নারিকেল	মোট	মন্তব্য
২০০২-২০০৩	৩৭৩৮০০	৩১৫২৫	১১১০০	-	৪১৬৪২৫	
২০০৩-২০০৪	৬৩৮৩৬৪	১০৯৩৩৩	১৫১৪৯	৪০০৫০০	১১৬৩৩৪৬	
উপ-মোট	**১০১২১৬৪**	**১৪০৮৫৮**	**২৬২৫৯**	**৪০০৫০০**	**১৫৭৯৭৮১**	
২০০৪-২০০৫	৮৪৫২৫	৪২২৬২	১৪০৮৮	১৬০৮০০	৩০১৬৭৫	
২০০৫-২০০৬	৬৯৪৮৩	৪১৬৯০	২৭৭৯২	১৬০৮০০	২৯৯৭৬৫	
২০০৬-২০০৭	-	-	৭৫০০০	-	৭৫০০০	লক্ষ্যমাত্রা
সর্বমোট=	**২১৭৮৩৩৬**	**৩৬৫৬৬৮**	**১৬৯৩৮৮**	**১১২২৬০০**	**৩৮৩৫৯৯২**	

৭ পাঁচ বছরে সমাপ্ত ও বাস্তবায়নাধীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প

♦ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প ১ম পর্যায় এর কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন (CAD) প্রকল্প

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ১ম পর্যায়ের আওতাভুক্ত এলাকা ১ লাখ ৫৪ হাজার হেক্টর এবং সেচযোগ্য এলাকা ১ লাখ ১১ হাজার হেক্টর যা রংপুর, দিনাজপুর ও নিলফামারী জেলার ১২টি উপজেলায় বিস্তৃত । শহীদ রাষ্ট্রপ্রতি জিয়াউর রহমান দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পুর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯৯৮ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শেষ হয়। পরবর্তীতে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্ভাব্য এলাকায় সেচ প্রদান নিশ্চিতপূর্বক মৎস্য চাষ, বনায়ন ও হাস-মুরগি পালনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা উন্নয়নের জন্য 'কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়, যা ১৯৯৮ সালে শুরু হয়ে ৯৫.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০৪ সালে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রতিবছর প্রায় ৪০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন হচেছ এবং রোধ হয়েছে উত্তর বাংলাদেশের মরুকরণ প্রক্রিয়া। এই প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ১৫০২টি পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠিত হয়েছে।

♦ এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন (CAD)

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে ১৯৭৯ সালে চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলাকে জলাবদ্ধতা ও বন্যা মুক্ত করার জন্য পদ্মা ও মেঘনা নদীর সংগমস্থলে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় । প্রকল্পটি ১৯৮৮ সালে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের আওতাভূক্ত এলাকা ১৭৫৮০ হেক্টর এবং সেচযোগ্য এলাকা ১৩,৬০২ হেক্টর । পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পটি এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮৩ সালে শুরু হয় এবং ১৯৯২ সালে সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৮৩,৫৪৩ হেক্টর এলাকাকে বন্যামুক্ত পূর্বক ২১,৮৬২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়।

প্রকল্প দু'টির কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের লক্ষ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৯৫ সালে 'কমান্ড এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্প গৃহীত হয়। ২০০৩ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২৬৮.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'ক্যাড' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে ।

♦ যশোর-খুলনা নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প

২২৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে যশোর ও খুলনা এলাকার জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে এবং এলাকার পরিবেশেরও ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে । প্রতি বছর প্রকল্প এলাকায় অতিরিক্ত ১.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে যার ফলে দারিদ্রের স্তর ৭৫% হতে ৫৩% এ আনা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। তবে প্রকল্পটির ধারাবাহিক সাফল্যের লক্ষ্যে Socio-Political support প্রয়োজন রয়েছে।

♦ উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

সাইক্লোন ও লবনাক্ততা থেকে উপকূলীয় এলাকায় জীবন, সম্পদ ও শস্য রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ৪৩৭৯ কিঃমিঃ উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করে। এই সকল বাঁধ পুনর্বাসন, পুনঃনির্মাণ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন বাঁধ নির্মাণ করার জন্য ১৯৯৪ অর্থ বছরে এই প্রকল্প শুরু হয় এবং ২০০৪ সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ৪৭৩.৭১ কোটি টাকা ব্যয় হয়, যার মধ্যে ১৩২.১২ কোটি টাকা স্থানীয় ও ৩৪১.৫৯ কোটি টাকা প্রকল্প সাহায্য।

♦ বগুড়া জেলার তিতপরল এবং দেবডাঙ্গায় বাঙ্গালী ও যমুনা নদী একীভূত হওয়া রোধ করণ প্রকল্প

বগুড়া জেলার তিতপরল এলাকায় যমুনা নদীর ভাংগনের ফলে যমুনা ও বাঙ্গালী নদী একীভূত হয়ে যাওয়ার আশংঙ্খা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে নদী দুইটি একীভূত হওয়া রোধকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় যা ২০০৬ সালে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রায় ১১৯.৪৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে ।

♦ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) সফল প্রয়োগ

সিডার অর্থায়নে বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থা, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পে-রোল পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয় এবং ২৫টি আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র (RAC) সৃষ্টি করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ওয়ারপো, নগই ও জেআরসির হিসাব আধুনিকায়ন এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাব ব্যবস্থার upgrading এবং জিপিএফ, পেনশন, Loans and Advances ও অডিট আপত্তি প্রক্রিয়াকরণে Application software স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেতন-ভাতাদি, জিপিএফ সহ হিসাব ও অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটার পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে জিপিএফ হিসাব কম্পিউটার পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। সিডার আর্থিক সহায়তায় ১২.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০০৬ সালে সমাপ্ত হয়।

৮ সেচ প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণে অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের অধীনে সেচ সার্ভিস চার্জ প্রবর্তন ঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পসমূহের অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় পুনর্ভরণের লক্ষ্যে সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে "সার্ভিস" চার্জ হিসাবে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ভিস চার্জ আরোপ ও আদায় প্রবিধানমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রবিধানে সেচ প্রকল্পের উপকৃত কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে সার্ভিস চার্জ আদায়ের দায়িত্বসহ আদায়কৃত অর্থ সুবিধাভোগী সংগঠনের আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যয় করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এর ফলে সরকার কর্তৃক বিপুল অর্থে সমাপ্ত প্রকল্পের নিজস্ব মালিকানাবোধ সৃষ্টি, সেচের পানির অপচয়রোধ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুষম বণ্টনের মাধ্যমে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যে সমুন্নত ও সুষ্ঠু পরিচালনা ও টেকসই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় সুবিধাভোগীদের সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে (১) পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (২) মেঘনা-ধনাগোদা সেচ প্রকল্প, চাঁদপুর এবং (৩) তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়), (৪) মুহুরী সেচ প্রকল্প (৫) কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (৬) হারবাংছরি সেচ প্রকল্প (৭) টেংগন বাঁধ প্রকল্প (৮) বুড়ি তিস্তা প্রকল্প (৯) নারায়নগঞ্জ-নরসিংদী সেচ প্রকল্প (১০) উত্তর রুপগঞ্জ পানি সংরক্ষন ও সেচ প্রকল্প (১১) চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এবং (১২) মনু নদী সেচ প্রকল্প সার্ভিস চার্জের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রকল্পগুলি এ ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে। এ পর্যন্ত ৩৫০.৭০ লক্ষ টাকা সার্ভিস চার্জ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মোট ১০৭.৮৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে।

৯ হাওর এলাকা

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর দারিদ্র পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এ এলাকার কৃষকের ক্ষেতের ফসল প্রায়শঃই বিনষ্ট হয়। এমতাবস্থায়, আগাম পাহাড়ী ঢল হতে ফসল রক্ষার্থে বর্তমান সরকারের নিজস্ব সম্পদ কাবিটা কর্মসূচীর মাধ্যমে বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হাওর এলাকায় এ যাবৎ ৩৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ফলশ্রুতিতে ২০০৬ সালেও হাওর এলাকার ভিতরে পানি প্রবেশ করতে পারেনি এবং কৃষকরাও তাদের পরিশ্রমের ফসল বোরো ধান সময়মত কাটতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এবছরে সুনামগঞ্জ এলাকায় প্রায় ৫০৮ কোটি টাকার এবং নেত্রকোনা জেলার হাওর এলাকায় প্রায় ১৮৫ কোটি টাকার খাদ্য শস্য উৎপন্ন হয়েছে।

২০০৫-২০০৬ সনে হাওর এলাকায় বাপাউবো প্রকল্প ও খাদ্য উৎপাদন

জেলার নাম	হাওর এলাকায় প্রকল্পের সংখ্যা	মোট এলাকা (হেক্টর)	আবাদযোগ্য এলাকা (হেক্টর)	মোট উৎপাদন (মেঃ টন চাল)	মোট মূল্য (কোটি টাকা)
সুনামগঞ্জ	৩০	২১৫৬২৫	১৩৪০০০	৩৪৩০৪০	৫০৮
নেত্রকোন	৯	৪৮৯২৬	৩৫৭৪৮	১২৪৬৮০	১৮৫
মোট	**৩৯**	**২৬৪৫৫১**	**১৬৯৭৪৮**	**৪৬৭৭২০**	**৬৯৩**

হাওর এলাকার জনগণ ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করে বিদ্যমান অবকাঠামোসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনর্বাসনপূর্বক পর্যায়ক্রমে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আলোকে সমন্বিত পরিকল্পনার ভিত্তিতে টেকসই ব্যবস্থাপনা গ্রহণের জন্য ৩.২০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সমীক্ষার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সমীক্ষাটি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ইনষ্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এবং পরিবেশ ও ভৌগলিক তথ্য সেবা কেন্দ্র (CEGIS) এর মাধ্যমে এলাকার উপকারভোগী, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সুধী সমাজের মতামতের ভিত্তিতে করা হচ্ছে। সমীক্ষার প্রতিবেদন আগামী অক্টোবর ২০০৬ এর মধ্যে পাওয়া যাবে।

১০ সেচ এলাকা বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে যাতে প্রকল্পের উপকারভোগীগন সক্রিয় অংশ গ্রহন করতে পারে তার জন্য জনগণকে আরও বেশী করে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করা হচেছ। এ ব্যাপারে চাষীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহন করা হচেছ। প্রকল্পের সম্পূর্ণ সেচযোগ্য এলাকা সেচের আওতায় আনার জন্য প্রকল্পের কমান্ড এরিয়া উন্নয়নের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচেছ।

দেশের সার্বিকভাবে সেচ এলাকা বৃদ্ধি করতে হলে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বাড়াতে হবে। এ উদ্দেশ্যে দেশের যে সকল খাল ও নদী-নালা ভরাট হয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে গেছে ঐগুলো পুন:খননের মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতোদ্দেশ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের খাল কাটা কর্মসূচীকে পরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়ন করে এর সমস্যা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব।

দেশের খাদ্য শস্যের অভাব পূরণের জন্য প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকারকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য শস্য আমদানী করতে হয়। এ খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
১	তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২২৭.২১	অনুমোদিত	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৬৫৭৫ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
২	দক্ষিণ-কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২৯৮.৪৮	অনুমোদিত	১৮৯৬৭২ হেঃ জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৮৭৩৩ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট)	১০৯.৯৭	অনুমোদিত	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৪২৮০০ হেঃ জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৩২৮০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট)	২০৭.৮০	অনুমোদিত	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৯৪০০ হেঃ জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ৪২৮০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৫	মুহুরী- কহুয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১৫০.৬০	অনুমোদিত	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ২৫৯৩৬ হেঃ জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৫৬০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৬	উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প পোল্ডার নং ৯, ১০/১২, ১৬, ১৮/১৯, ৩১, ৩২, ৩৩ আমীরপুর-ভান্ডারকোট-বালিয়াডাঙ্গা ও খুলনা শহর রক্ষা পুনর্বাসন প্রকল্প	১২৫.৭৭	অননুমোদিত	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পুনর্বাসনের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করা।
৭	আপার সুরমা-কুশিয়ারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	১১১.০৭	মূলঃ অনুমোদিত সংশোধিতঃ অননুমোদিত	এই প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৩৮২০ হেঃ জমিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন সুবিধা ও ১৩৬০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হবে।
৮	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প	৯৭৫.৮৬	অনুমোদিত	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হইল, সমগ্র বাংলাদেশের পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।
৯	গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমুন্নত রাখার জন্য জিকে সেচ প্রকল্পের পাম্পের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প	২০১.৮০	অনুমোদিত	জিকে সেচ প্রকল্পের পাম্প হাউজের পুরাতন পাম্প প্রতিস্থাপন করে প্রকল্পের সেচ ব্যবস্থা সঠিকভাবে সমুন্নত রাখা।
১০	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৫৪.৮৫	অনুমোদিত	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্পের সম্প্রসারণ করে অতিরিক্ত ১৩৭১১ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান।

১১ জনগণের অংশ গ্রহণ (People's Participation)

জাতীয় পানি নীতি ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা মোতাবেক বোর্ড ইহার সকল প্রকল্পসমূহে অংশগ্রহণমূলক প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নীাত বাস্তবায়ন করছে । জাতীয় পানি নীতি মোতাবেক ১০০০ হেক্টরে এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্প স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদ/ উপ-জেলা পরিষদ/জেলা পরিষদ) নিকট হস্তান্তর করা হবে, ১০০১ থেকে ৫০০০ হেক্টর পর্যন্ত এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থাপনা স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংগঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হবে এবং ৫০০০ হেক্টরের অধিক এলাকা বিশিষ্ট প্রকল্পসমূহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ন্যাস্ত করা হবে। বোর্ডের প্রকল্পসমূহে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য সকল প্রকল্পে পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন গঠন করা হচেছ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন দেওয়া হচেছ ।

এ যাবত ১০৪ টি প্রকল্পে ৭৮৯৮ টি পানি ব্যবস্থাপনা দল, ১৬৬ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন ও ৮ টি পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে এবং উক্ত সংগঠনসমূহের মাধ্যমে ২৯৭২২৪ জন সদস্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় পানি উন্নয়ন বোর্ডকে সহায়তা করে যাচেছ । ভবিষ্যতে আরও ৫০,০০০ অধিক এ ধরনের সংগঠন গঠন করতে হবে ।

বোর্ডের প্রকল্পসমূহে জনগণের অংশগ্রহণ

পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন	সংগঠন সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা
পানি ব্যবস্থাপনা দল (WMG)	৭৮৯৮	২৮২৫৫৪
পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন (WMA)	১৬৬	১৩৯৯৫
পানি ব্যবস্থাপনা ফেডারেশন (WMF)	৮	৬৭৫

১২ কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনা

কৌশলগত ৫ বছর মেয়াদী পরিকল্পনায় পাউবোর মিশন হচ্ছে সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে পানি সম্পদের টেকশই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার দ্বারা প্রাধিকারভাবে দেশের হতদরিদ্র জনগোষ্টির সেবাসহ সকল শ্রেনীর জনগোষ্ঠির সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। এছাড়া, পাউবোর ভিশন হচ্ছে জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা , বাপাউবো অধ্যাদেশ-২০০০ এবং অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনার আলোকে প্রকল্প / কর্মসূচী প্রণয়নের মাধ্যমে পানি সেক্টরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সেবা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। সে লক্ষ্যে ইতোমধ্যে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো প্রণীত হয়েছে এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে।

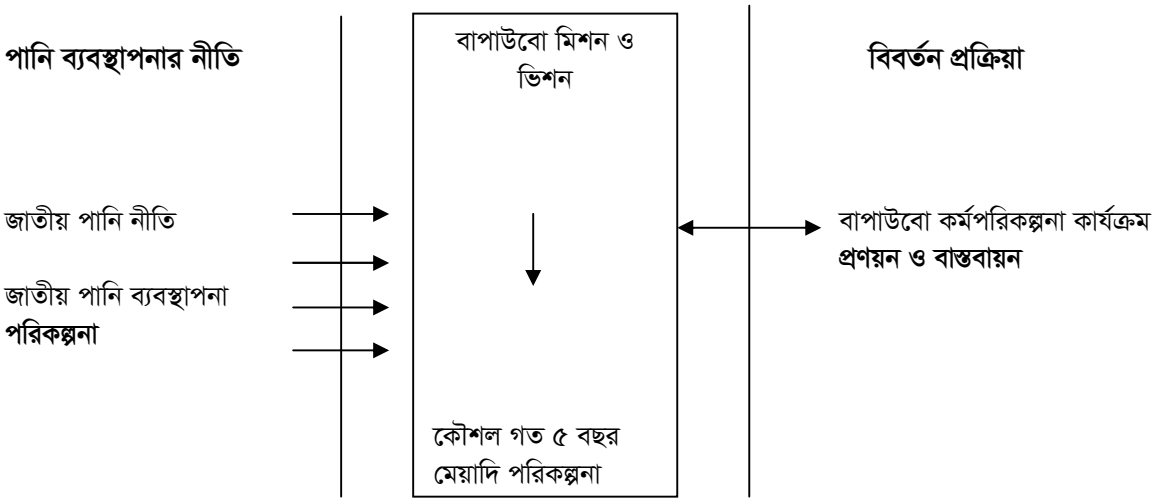

চিত্র: নীতি, পরিকল্পনা এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ার যোগসূত্র

১৩ জনসম্পদ উন্নয়ন

জন সম্পদ উন্নয়নে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, লিঙ্গসমতা আনয়ন , বিভিন্ন শ্রেনীর জনশক্তির মিশ্রন এবং জনশক্তি পূনর্গঠনের দ্বারা যুগোপযোগি এবং ভবিষৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং অভিষ্ট মিশন ও ভিশন অর্জনে সক্ষম দক্ষ জনবল কাঠামো প্রনয়ন করছে।

১৪ বিরাজমান সমস্যা/সংকট

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশাল কর্মকান্ড সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মূখীন হতে হচ্ছে । বিরাজমান সমস্যা/সংকট নিম্নে আলোকপাত করা হলো ঃ

- **জলাবদ্ধতাঃ** বাংলাদেশের দক্ষিন পশ্চিমাঞ্চলের যশোহর জেলার অন্তর্গত ভবদহ এলাকায় জলাবদ্ধতা এক বিরাট সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে ।

  ৬০ এর দশকে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে উপকুলীয় বাঁধ (পোল্ডার) নির্মাণের ফলে জোয়ারের পানি বিলে প্রবেশের পথ বন্ধ হওয়ার ফলে সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে সবুজ বিপ ব সাধিতহয়। জোয়ারের পানির সাথে আগত পানি বিলের ভেতরে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভুমি গঠন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয় । শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গা নদীর প্রবাহ ক্ষীন হওয়ায় সাগরের লবনাক্ত পানির সাথে পলি আগমনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় । এদিকে উপকুলীয় বাঁধের কারনে জোয়ারের পানিতে আগত পলি বিলে প্রবেশ করতে না পারায় নদীতে জমা শুরু হয় । ইহার ফলে হামকুড়া, হরি, টেকা, ভদ্রা, কপোতাক্ষসহ দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যায় । ফলশ্রুতিতে বিল/পোল্ডারের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটে এবং মারাত্নক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় । উক্ত বিপর্যয় হতে উত্তরনের জন্য এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় খুলনা ও যশোহর জেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য KJDRP শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় (১৯৯৪-২০০২) । এতে যশোহর জেলা অংশের নিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য একমাত্র নন-ষ্ট্রাকচারাল পদ্ধতি TRM (Tidal River Management) সমাধান হিসাবে বিবেচিত হয় । ২০০৪ সাল পর্যন্ত TRM চালু থাকলেও জমির মালিকগণের বাধার কারনে ২০০৫ সালে TRM করা যায় নাই । বিল কেদারিয়ায় পলি ভরাট উচু অংশের জমির মালিকগণ ইরি, বোরো ধান চাষ করার কারনে নোনাপানি প্রবেশরোধে মার্চ ২০০৫ -এ ভবদহ স্লুইসের সবকটি গেট বন্ধ করে দেয় । এতে এপ্রিল ২০০৫ মাসের মধ্যে ভবদহ রেগুলেটর হতে ভাটির দিকে হরি নদীর ৬.০০ কিঃমিঃ পলি দ্বারা ভরাট হয় । ফলে ভবদহ সংলগ্ন ২৭টি বিলে ব্যপক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। জলাবদ্ধতা নিরসনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড স্থানীয় জনগণের সংগে আলোচনাক্রমে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ করেছে।

- **নদী ভাংগনঃ** নদীমার্তৃক বাংলাদেশের নদীগুলো বর্ষাকালে মারাত্নক রূপ ধারণ করে । বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদী গুলির উৎপত্তি পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়ায় সেগুলির প্রবাহের উপর কোনা নিয়ন্ত্রণ না থাকায় বর্ষাকালে প্রচুর এলাকা ভাংগনের শিকার হয়। প্রতি বছর প্রায় ৮০০০ হেক্টর হতে ১০০০০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয় ।

- **ড্রেজিংঃ** প্রতি বছর নদীগুলিতে পলি জমা হওয়ার ফলে নদীর ধারণ ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বন্যা ও নদীর ভাংগনের মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে । ড্রেজিং এর মাধ্যমে মাঝারি এবং ছোট ছোট নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও অধিক ব্যয় ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ ড্রেজারের অভাবে তা সম্ভব হচ্ছে না ।

- **বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ উন্নয়ন ঃ** বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য নির্মিত অবকাঠামোসমুহের সুষ্ঠ পরিচালনের জন্য প্রয়োজন প্রকৃত প্রয়োজনভিত্তিক (Need based) ওএন্ডএম যোগান (O&M Support) । কিন্তু এ খাতে অর্থের অপ্রতুলতার জন্য অবকাঠামোগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা মেরামত ও পরিচালন সম্ভব হচ্ছে না । ফলে ইপ্সিত সুফল অর্জনে বিঘ্ন ঘটছে ।

- **যোগাযোগ/জনসংযোগঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তার কর্মকান্ড দেশের প্রতিটি স্তরে প্রচারের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে । উপকারভোগীদের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

- **কর্মনিয়োগঃ** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ বহু বছর বন্ধ থাকায় এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে । সম্প্রতি কিছু জনবল নিয়োগ করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল ।

১৫ বর্তমানে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রকল্প / বিষয়াদি

ক) **ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম ইষ্টার্ণ বাই পাস সড়ক বহুমুখী প্রকল্প:** ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চলকে সম্পূর্ণরুপে বন্যামুক্ত করার নিমিত্ত উক্ত প্রকল্পের উপর পূর্বে সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা হালনাগাদ সম্পন্ন করার জন্য গত ১২-০৭-২০০৫ তারিখে উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। উপদেষ্টা কর্তৃক দাখিলকৃত Draft Final Report সংশ্লিষ্ট Stakeholder দের মতামত গ্রহণপূর্বক চূড়ান্ত করণের নিমিত্ত গত ৩১-০৫-০৬ ইং তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২০-০৭-২০০৬ ইং তারিখে Final Report গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

খ) **ঢাকা-নারায়নগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) প্রকল্পের নিষ্কাশন উন্নয়ন কাজঃ** প্রকল্পটি মূলত: বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য ষাটের দশকে বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য সাধিত হলেও পরবর্তীতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কালক্রমে প্রকল্প এলাকায় নগরায়নের ফলে প্রকল্পের নিষ্কাশন ও সেচ অবকাঠামো অকার্যকর হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে অধিক বর্ষণ কালে ইস্পিত মাত্রায় পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হয় না বিধায় মারাত্নক জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য সরকারের নির্দেশক্রমে ২৩৫.৫৩ কোটি টাকা সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। গত ০৭-০৮-০৫ তারিখে উক্ত ডিপিপি'র উপর প্রাক মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গ) **বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহ বৃদ্ধিকরণ (Augmentation of Buriganga flow by Restoring silted up Link with the Jamuna):** ঢাকা মহানগরীর চতুর্দিকে বহমান নদীগুলোর সংস্কারপূর্বক পরিবেশ উন্নয়নের নিমিত্ত উক্ত প্রকল্পটির জন্য ৬১০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। DPPটি সরকারের অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে বৈদেশিক সহায়তা অনুসন্ধানের নিমিত্তে একটি Preliminary Development Project Proposal (PDDP) প্রণয়নপূর্বক ইআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঘ) **পানি ভবন :** বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সদর দপ্তরস্থ বিভিন্ন দপ্তরের জনবল ও সরঞ্জামাদি মূল ওয়াপদা ভবনে স্থান সংকুলান না হওয়ার কারনে বিভিন্ন স্থানে ভাড়া করা বাড়ীতে দপ্তরের কাজ চালানো হচ্ছে। এতে একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে অন্যদিকে সমন্বিত কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যহত হচ্ছে। বাংলাদেশ পানি উন্নযন বোর্ডের কার্যক্রম আরো গতিশীল করণের লক্ষ্যে সমগ্র দপ্তর ও ব্যবস্থাপনাকে একই জায়গায় আনার আবশ্যকীয়তা অনুভূত হওয়ায় এবং গ্রীণ রোডস্থ বাপাউবো'র মূল্যবান ৯.৪৬ একর জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে উক্ত জমির উপরেই ২৪ তলা বিশিষ্ট **'পানি ভবন'** নির্মাণ কাজ করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে প্রাথমিক কার্যক্রম গৃহীত হয়। পানি ভবনের আর্কিটেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইন এর জন্য গত ০১-০৩-০৬ তারিখে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়। ইতিমধ্যে পরামর্শক সংস্থার নিকট হতে প্রাপ্ত চূড়ান্ত আর্কিটেকচারাল ও স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ভিত্তিতে দরপত্র আহবান করার জন্য দরপত্র দলিল প্রণয়নের কাজ চলছে। বর্তমান সরকার আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ তারিখের মধ্যে **'পানি ভবন'** উদ্বোধন করবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

১৬ ২০০৬-২০০৭ সালের কর্মপরিকল্পনা

২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকুলে মোট ৫৪টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ৫০টি ও টিএ ৪টি) বাস্তবায়নের নিমিত্তে মোট ৮৭৯.২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে জিওবি ৬১২.৩১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমাণ ২৬৬.৯৭ কোটি টাকা।

২০০৬-২০০৭ সালের এডিপি বরাদ্দ **(কোটি টাকায়)**

অর্থায়নের উৎস	প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ	স্থানীয়	প্রকল্প সাহায্য	আরপিএ
বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্ত	১২	৩৭৯.৩১	১১২.৩৪	২৬৬.৯৭	২০৭.৬৩
বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে	৪২	৪৯৯.৯৭	৪৯৯.৯৭	-	-
মোট ঃ	**৫৪**	**৮৭৯.২৮**	**৬১২.৩১**	**২৬৬.৯৭**	**২০৭.৬৩**

এছাড়াও ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন ২৮টি প্রকল্পের জন্য ৭৬ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ আছে।

১৭ উপসংহার

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ষাটের দশকের প্রথম থেকেই দেশের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেশের দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে দেশে বন্যার কারণে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দেশের দুর্ভিক্ষ পর্যালোচনায় জানা যায়, ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ৪০ বছরে উপ-মহাদেশের এ অংশে ৩১ বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮৬০ সালের পূর্বের ৪০ বছরে ১২ বার এবং ১৯০০ সালের পর ৭ বার দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছে। ১৯৫৪-৫৫ সালের বন্যার ফলে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের পর দেশে গত ৫০ বছরে মাত্র এক বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় ১৯৭৪ সালে। দেশ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে। এ ছাড়াও নদী ভাঙ্গন হতে শহর রক্ষা, গুরত্বপূর্ণ স্থাপনা প্রতিরক্ষাসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ড, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার, জনগনের সমন্বিত অংশগ্রহন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠার দ্বারা পানি সম্পদের টেকশই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিরসন এবং সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণে নিরলস প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ। দারিদ্র বিমোচনে পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান এবং সফল বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সকল স্তরের জনগণ, সুধী সমাজ, নীতি নির্ধারকগনের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

স্বাক্ষরিত
চীফ মনিটরিং
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ঢাকা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক জুন ২০০৬ পর্যন্ত সম্পাদিত সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন প্রকল্পের সংখ্যা

প্রকল্পের ধরণ	প্রকল্পের সংখ্যা				মোট প্রকল্প সংখ্যা
	<১০০০ হেঃ	১০০০-৫০০০ হেঃ	৫০০১-১৫০০০ হেঃ	<১৫০০০ হেঃ	
এফসিডিআই	২০	৭০	৪১	২৯	১৬০
সেচ	৬২	২৬	-	৫	৯৩
নিষ্কাশন ও সেচ	১০	২৮	১৩	২	৫৩
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	১৩	৪৪	৪১	২৪	১২২
উপকুলীয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	৫	৫৭	৪২	২০	১২৪
নিষ্কাশন	১	১৭	৭	১১	৩৬
অন্যান্য					৯৬
				সর্বমোট	৬৮৪

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
জুন/২০০৬ পর্যন্ত সম্পাদিত প্রকল্প ও অংগসমূহ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	৬৮৪	টি
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকা	৫৮.৯১	লক্ষ হেক্টর
সেচ সুবিধা প্রাপ্ত এলাকা	১৪.১৪	লক্ষ হেক্টর
ভূমি পুনরুদ্ধার	১০০০	বর্গ কিঃমিঃ
সমাপ্ত বাঁধের দৈর্ঘ্য	৯৯৪৩	কিঃমিঃ
সেচ খালের দৈর্ঘ্য	৫১১১	কিঃমিঃ
নিষ্কাশন খাল	৩৭৮৩	কিঃমিঃ
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার	১৩৯৪৯	টি
পাম্প (পাম্প হাউজ-১৯টি)	১০০	টি
ব্যারেজ (তিস্তা, মনু, বুড়ি তিস্তা ও ট্যাংগন)	৪	টি
ক্লোজার	১৩০০	টি
ব্রীজ/কালভার্ট	৫৫৯৩	টি
সড়ক (পাকা ও কাঁচা)	১০২৯	কিঃমিঃ
রাবার ড্যাম (পেকুয়া, মহামায়া)	২	টি
ওয়ার (ঢেপা, মাগুরা)	২	টি
নদী তীর সংরক্ষণ ও নদী ভাঙ্গণরোধ		
শহর সংরক্ষণ	২০	টি
ব্যাংক রিভেটমেন্ট	৪৬৮	কিঃমিঃ
স্পার	২২০	টি
প্রকল্প এলাকায় ২০০৫-০৬ সালে উৎপাদিত ফসল		
মোট উৎপাদন	২৬৬	লক্ষ টন
অতিরিক্ত উৎপাদন	৯২	লক্ষ টন

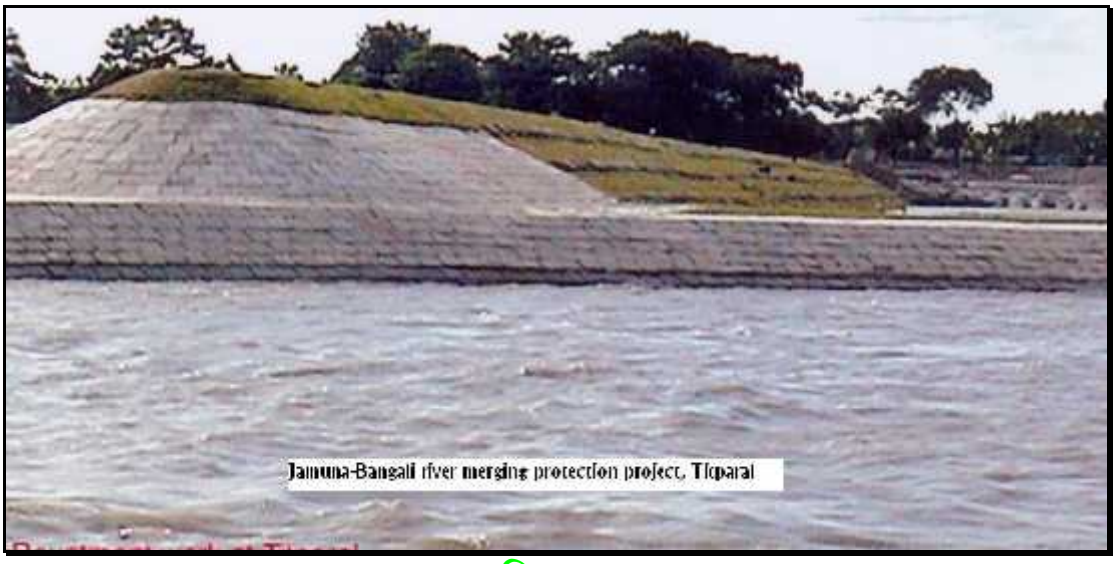

বগুড়া জেলার তিতপরল ও দেবডাঙ্গায়
বাঙ্গালী ও যমুনা নদী একীভূত হওয়া রোধকরণ প্রকল্প

তিস্তা ব্যারেজ (১ম পর্যায়) প্রকল্পের ফসলি জমি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড